বিজ্ঞাপন।

কবিতারাজীর প্রথম খণ্ড সাদরে সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হওয়ায় উহার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম। দ্বিতীয় খণ্ড জন সমাজে প্রচারিত হইয়া বালকগণের পাঠোপযোগী হয় তাহা হইলে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিব ও শ্রমের সাফল্য জ্ঞান করিয়া তৃতীয় খণ্ড প্রণয়নে যত্ন করিব।

রাণাঘাট
১২ পৌষ। ১২৮২

শ্রীহরিমোহন রায়

কবিতারাজি।

দ্বিতীয় ভাগ।

নীতি।

নিদ্রা অবসানে সবে, ত্যজিয়া শয়ন,
কর পদ সযতনে, করি প্রক্ষালন।
যার যাহা পরিচ্ছদ, পরিয়া যতনে,
সবে মিলি বাহিরিব, প্রভাত ভ্রমণে।
বিকসিত ফুলরেণু, লয়ে সমীরণ,
সুশীতল করিবেক, সবার জীবন।
মধুর ঝঙ্কারে অলি, হোয়ে ধাবমান,
মন সুখে করিবেক, মকরন্দ পান।
কোন স্থানে কুহুস্বরে, গাবে পিকবর,
বিমোহিত হবে চিত, শুনিয়া সে স্বর।
আশাপথ চেয়ে আছে, জলে কমলিনী,
বিভাবরী গত হোলে, পাবে দিনমণি।

বন উপবন শোভা, হেরিয়া নয়নে,
হইবে বিমল সুখ, সবাকার মনে।
ব্যায়াম করিতে নাহি, হবে পুনরায়,
এই কালে বেড়াইলে, সুস্থ হবে কায়।
প্রকৃতির সুন্দরতা, করি দরশন,
এখনি আসিব পুনঃ, আপন ভবন।
নিজ পরিচ্ছদ সবে, রাখি যথা স্থান,
করিব সকলে ছাড়া, বস্ত্র পরিধান।
বিশ্রাম লাভের আশে, বসিয়া সকলে,
হস্ত পদ প্রক্ষালিব, পরে স্নিগ্ধ জলে।
শুষ্ক গামোছায় গাত্র, করে সুমার্জ্জিত,
অভ্যাস করিব তবে, পাঠ নিয়মিত।
অভ্যস্ত হইলে নব, পাঠ সমুদায়,
পুরাতন পাঠে মন, দিব পুনরায়।
এইরূপে দুই পাঠ, করে অধ্যয়ন,
তৈল মাখি জলাশয়ে, করিব গমন।
করিব না জলে গোল, মনে করি ভয়,
কি জানি কি ঘটে জলে, না হয় প্রত্যয়।
সে দিন শিক্ষক মুখে, করেছি শ্রবণ,
হাঙ্গর কচ্ছপ নক্র, জলে অগণন।
শান্ত ভাবে স্নান ক্রিয়া, করি শিশুগণ,
হরষিত চিতে সবে, আসিব ভবন।

আর্দ্র পরিধেয় ত্যাজি, লব শুষ্ক বাস,
জননী যা আজ্ঞা যবে, করেন প্রকাশ।
হস্ত পদ জলে ধৌত, করে পুনর্ব্বার,
মাতৃ দেবী দেন্ যাহা, করিব আহার।
আহারান্তে খাতা পুঁথি, লয়ে সবে করে,
বিদ্যালয়ে যাব ভাই, বিদ্যা শিক্ষা তরে,
বাজে কথা কার সনে, কেহ না কহিব,
শিক্ষকের বাক্যে সবে, মনযোগ দিব।
পরস্পরে দেখাদেখি, করিব না ভাই,
দেখে শুনে গোঁজা মিলে, কোন ফল নাই।
করিব বিশেষ শ্রম, বিবিধ যতনে,
অবশ্যই লাভ হবে, বিদ্যা মহাধনে।
শিক্ষকে করিব জ্ঞান, পিতার সমান,
পিতৃ ভক্তি প্রদর্শিব, করিব সম্মান।
পাঠশালা বন্ধ হলে, যত শিশুগণে,
নিজ গৃহে যাব সবে, পুলকিত মনে।
কাগজ কলম বই, রাখিব যতনে,
সতত হেরিব উহা, আপন নয়নে।
হাত মুখ ধুয়ে কিছু, করিব ভক্ষণ,
যে দিন গৃহেতে যাহা, থাকে আয়োজন।
অকৃত্রিম স্নেহ হেতু, ভ্রাতৃ ভগ্নী সনে,
কৌতুক করিব লয়ে, মধুর বচনে।

রবিদেব অস্তাচল, করিলে গমন,
অল্পমাত্র সেই কালে, করিব ভ্রমণ।
ভ্রমিয়া কিঞ্চিৎ কাল, আসিব ভবনে,
কালিকার পড়া যত করিব হে মনে।
নিয়মিত পাঠাভ্যাস, করে কিছুক্ষণ,
তার পর অন্ন আদি, করিব ভক্ষণ।
আহারান্তে নিশা জাগি, পড়া ভাল নয়,
জাগরণে অতি দোষ, সর্ব্ব লোকে কয়।
ঈশ্বরের নাম মনে, করিয়া স্মরণ,
বিশ্রাম লাভের আশে, করিব শয়ন।
হইবে বিবিধ চিন্তা, উদয় অন্তরে,
উপনীতা হবে নিদ্রা, ক্লান্তি দূর তরে।

মাতৃভক্তি।

জননী সমান গুরু, কোথা পাবে আর,
পেয়েছ মানব দেহ, করুণায় যঁার।
দশ মাস দশ দিন, ধরিয়া উদরে,
কত কষ্ট পান মাতা তোমাদের তরে।
আসিয়াছ ভূমণ্ডলে, যাঁহার কৃপায়,
তাঁর ঋণ কখনই শোধা নাহি যায়।

মাতৃগর্ভ হোতে যবে, তোমার পতন,
তখন কীদৃশী দশা, করহ স্মরণ।
সুখ দুঃখ কিছুমাত্র ছিল নাহি জ্ঞান,
কেবল করিতে সদা, মাতৃ স্তন পান।
হরিষ বিষাদ ক্রোধ, করিতে প্রকাশ,
অব্যক্ত রোদন কভু, কখন বা হাস।
তোমার মলিন মুখ, করিলে দর্শন,
কতই যাতনা পান জননী তখন।
তোমার অমিয়ময়, অস্ফুট বচন,
শ্রবণে জননী সুখহ্রদে নিমগন।
তোমার কুশল সদা, করিয়া মনন,
যাগ যজ্ঞ ব্রত পূজা, কতই সাধন।
তোমায় আহার দিয়া, নিজে অনশনে,
কিছু না যাতনা হয়, জননীর মনে।
বাল্য কালে এইরূপে, করিয়া যতন,
প্রাণপণে প্রাণাধিকে করেন পালন।
পাছে পুত্র মূর্খ হয়, এই শঙ্কা মনে,
বিদ্যালয়ে পাঠালেন, বিদ্যা অধ্যয়নে।
কাগজ কলম বই, হোলে প্রয়োজন,
ভিক্ষায় কাতর নন, পরের সদন।
এই রূপে কত কষ্ট, পাইয়া অন্তরে,
ধন উপার্জ্জনে পটু, করান কুমারে।

নিতান্ত দুর্ভাগ্য যার, সেই দুরাশয়,
হেন মায়ে ভক্তি নাহি করে, কটু কয়।
মাতৃ আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন, করে যেই জন,
তার সম নরাধম কে আছে ভুবন।
নিকশা তনয় আর গান্ধারী নন্দন,
মাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘে গেল শমন ভবন।
ভীমার্জ্জুন আদি পঞ্চ, পাণ্ডুর তনয়,
মাতার বচন পাছে, পালন না হয়।
মাতৃ আজ্ঞা কায়মনে, করিতে রক্ষণ,
বিবাহ করিলা কৃষ্ণা ভাই পঞ্চ জন।
মাতার সমান গুরু কেবা আছে আর,
মাতৃহীন হোলে দেখ সব অন্ধকার।
বাল্য কালে যেই শিশু মাতৃহীন হয়,
মাতৃ হীনে কত কষ্ট সে জানে নিশ্চয়!
অতএব তাই বলি ভ্রাতৃ বন্ধুগণ,
বন্দনা করিবে সবে, মাতার চরণ।
প্রাণপণে সকলেই করে আকিঞ্চন,
ভক্তি শ্রদ্ধা পুষ্প দানে তোষ মার মন।
আন্তরিক ভক্তি সবে প্রকাশিবে মায়,
কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই সদুপায়।

ঊষা।

নিশানাথ সঙ্গে লয়ে স্বীয় সহচর,
ধীরে ধীরে অস্তাচলে করিল গমন.
প্রাভাতিক কার্য্যে রত যাবতীয় নর।
লোহিত বরণে রবি উদিল গগন।

বিবিধ কুসুম ফুটি বন উপবন,
ধরেছে বিচিত্র শোভা অতি মনোহর।
মৃদু মন্দ সমীরণে জুড়ায় জীবন,
মধু পানে মত্ত হোয়ে ধায় মধুকর।

দীনেশের সম্মাননা করিতে রক্ষণ,
বৈতালিক রূপে বুঝি বসি পিকবর।
স্তুতি পাঠে জুড়াতেছে সবার শ্রবণ,
কে না হয় বিমোহিত শুনিলে সে স্বর?

দুর্ব্বায় নীহারচয় হোয়েছে পতন,
তরুণ অরুণ ভাতি লাগিয়াছে তায়।
দূর হোতে বোধ হয় কসিত কাঞ্চন,
দিনকর উপহার দিয়াছে উষায়।

গোধন লাঙ্গল লয়ে কৃষক নিকর,
স্বকার্য্য সাধিতে ক্ষেতে করিছে গমন।

নিজ কাযে ব্যস্ত যত শ্রম জীবী নর।
দিবাকর দরশনে হরষিত মন।

নীড় ছাড়ি তাড়াতাড়ি বিহঙ্গমগণ,
গমন করিছে সবে খাদ্য অন্বেষণে।
রজনীতে ছিল সবে নিদ্রায় মগন,
ক্ষুধায় অস্থির এবে ধায় ব্যস্ত মনে।

শুন হে কোমল মতি যত শিশুগণ।
উষার সুন্দর শোভা উঠে হের সবে।
এই কালে পথে ঘাটে করিলে ভ্রমণ
ক্লেশ যাবে মন প্রাণ সুশীতল হবে।

সুখময়ী উষাদেবী এসে ভূমণ্ডলে
সুস্থ চিত্ত করিতেছে যাবতীয় নরে।
কৃতাঞ্জলি পুটে চল আমরা সকলে
সম্বর্দ্ধনা করি তাঁকে পুলকে অন্তরে।

সুখ শয্যা পরিহরি সবে হৃষ্ট মনে,
মল মূত্র পরিত্যাগ করিয়া সবায়
নিয়মিত পাঠাভ্যাস করহ যতনে।
তবেত হইবে সিদ্ধ তাঁর অভিপ্রায়।

যৌবন।

কি ভাবিছ অন্তরেতে; ওহে ও কিশোর,
সম্মুখে যৌবন তব; অতিশয় ঘোর।
দেখ যেন এই কালে,
ঘেরে না বিপদ জালে;
কুপথে কদাচ কেহ কোর না গমন;
যৌবন বিষম কাল;
ঘটে সতত জঞ্জাল।
সাবধানে এই কাল করিবে ক্ষেপণ।
আন্তরিক বৃত্তিচয়,
যৌবনে সতেজ হয়,
হিতাহিত জ্ঞান শূন্য করয়ে যৌবন,
যৌবনের প্রাদুর্ভাবে,
সকলে অস্থির ভাবে,
দিবা নিশি অনুক্ষণ, করয়ে চিন্তন।
পাপ পুণ্য দুই পথে,
কুমতি সুমতি রথে,
পরীক্ষা হইবে দিতে জানিবে নিশ্চয়,
সাবধান এই বেলা,
কদাচ না করো হেলা,
পরীক্ষায়, দেখ যেন! কুফল না হয়।

আশু পাপ পথে সুখ,
পুণ্য পথে যেতে দুঃখ,
পরিণাম কি ঘটিবে তার একবার,
রসনা সুতৃপ্ত বটে,
মিষ্ট রস পানে ঘটে,
কিন্তু পরিশেষে তাহে কত অপকার ।
তোমরা সকলে এবে,
সন্ধি স্থলে আছ সবে,
ভাল মন্দ বিবেচনা করিয়া অন্তরে,
তবে সবে কর কাজ,
তাহে নাহি পাবে লাজ,
তুষ্ট বই রুষ্ট নাহি হবে কোন নরে ।
যত্ন বিনা রত্ন নিধি,
কদাচ কি দেন বিধি,
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি কখন ?
সুপথাবলম্বী হোতে,
চেষ্টাকর নানা মতে,
কুপথে ভুলিয়া কেহ কোরনা গমন ।
শুনহে কিশোর গণে,
প্রাণ পণ আকিঞ্চনে,
পুণ্য পথে যেতে চেষ্টা কর নিরন্তর,
পাইবে বিস্তর সুখ,

থাকিবেনা কোন দুঃখ,
তুষ্ট হয়ে প্রশংসিবে বাল বৃদ্ধ নর,
পাপ পথে যেতে ভাল,
কিন্তু শেষে মহাকাল,
চারিদিকে বেড়েগুড়ে ধরিবে তোমায়,
যাইবে সুখ সম্পদ,
ঘটিবে সদা বিপদ,
তার হাত ছাড়াইতে পাবেনা উপায়।
ধর্ম্ম পুত্র যুধিষ্ঠির,
পুণ্য পথে থাকি স্থির;
কি কীর্ত্তি লভিলা বল এই ত্রিভুবনে।
লঙ্কাপতি দশানন,
কুপথে করে গমন,
নিজ দোষে কর্ম্ম ফলে মরিল জীবনে,
যোগী ঋষি মুনি গণে,
অগ্নিকুণ্ডে অনশনে,
করে হেন পুণ্য পথে সকলে গমন।
সুলোক,-মরিয়া গেলে,
কীর্ত্তি রহে ভূমণ্ডলে,
রবি শশী যতক্ষণ প্রকাশে গগন।
বিনষ্ট হইলে বংশ,
কীর্ত্তি নাহি হয় ধ্বংস,

চিরকাল পাপ পুণ্য দেয় পরিচয়,
সগর রাজার ছেলে,
গঙ্গা আনি মহীতলে,
কদাপি তাঁহার কীর্ত্তি নাহি হবে লয়।
সুখী হতে ইচ্ছা যদি কর সর্ব্বজন,
সাবধানে কাটাইবে ভীষণ যৌবন।

বিনয়।

বিভূষিত হও যদি নানা বিধগুণে,
কিন্তু বিনা বিনয়েতে পাবেনা আদর,
নিয়ত উলঙ্গ যদি থাকে কোন নর।
বাতুল ভাবিয়া তারে, কেহ নাহি গণে!

কহ যদি কারে কভু কর্কশ বচন,
সকলে হইবে রুষ্ট তোমার উপর,
বাক্যানলে অনুক্ষণ দহিবে অন্তর।
স্বর্ণ বিনা মাণিকাদি শোভে কি কখন।

খাদ্য দ্রব্য যদি তব না থাকে ভবনে,
অকস্মাৎ সেই দিন অতিথি আইলে,
দাহন কোর না তারে রূঢ়বাক্যানলে।
তূষিবে অতিথি মন, মধুর বচনে।

প্রবল বিপক্ষে যদি করে আক্রমণ,
বিনয় করিয়া তুমি চরণে ধরিবে
অবশ্য বিপক্ষ মনে করুণা হইবে।
ছাড়িয়া তোমার গৃহ করিবে গমন।

কুকরম করে কত জ্ঞান হীন নর,
বিনয় বচনে সবে পায় অব্যাহতি,
বিনয়ে ছাড়িয়া গঙ্গা স্বর্গের বসতি।
ধরাতলে আসি মুক্ত করিলা সগর।

কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধে নিজে নারায়ণ,
সারথ্য স্বীকার করি করিলা সংগ্রাম
বিভীষণে পদাশ্রয় দিয়া দেখ রাম,
কেমন লভিলা কীর্ত্তি অখিল ভুবন।

যশস্বী হইতে ইচ্ছা যদি তুমি কর,
মিষ্ট ভাষে কবে সদা বিনয় বচন
তব প্রতি তুষ্ট তবে হবে সর্ব্বজন।
পাইবে পরম সুখ অন্তরে বিস্তর।

অতএব বলি শুন প্রিয় শিশু গণ
বিনয়ী হইয়া সুখে কাটাও জীবন।

প্রশংসা করিবে তব বাল বৃদ্ধ গণ
আনন্দ সলিলে মন হইবে মগন।

আর যত গুণাবলী আছয়ে তোমার
বিনঁয়ে মিলিয়া শোভা হইবে সবার।
পরের উন্নতি দেখে, হোও না কাতর
বরঞ্চ তাহাতে তুষ্ট, রবে নিরন্তর।
যদি কার সুসময়, কর দরশন,
নিজেদুখী বলে ক্ষোভ, কোরনা কখন।
পরম করুণাময়, দয়ার সাগর,
তাঁর কাছে সকলের সমান আদর।
বুদ্ধি বিবেচনা শক্তি হিতাহিত জ্ঞান,
মানবে অধিক তিনি, করেছেন দান।
সেই বুদ্ধি বলে চেষ্টা, করি নিরন্তর,
শ্রীবৃদ্ধি করেছে নিজ, ভাগ্য বন্ত নর।
তোমরাও প্রাণ পণে করিয়া যতন,
নিজ নিজ কর সবে, উন্নতি সাধন।
কার কভু কুসময়, হেরিলে নয়নে,
করিবেক হিত চেষ্টা, বিবিধ যতনে।
পরশ্রীতে কাতরতা, করিলে প্রকাশ,
নিশ্চয় ঘটিবে তব মহা সর্ব্বনাশ।

হিংসা সম পাপ নাই, জানিবে নিশ্চয়,
হিংসকের সর্ব্বনাশ, পদে পদে হয়।
পঞ্চ পাণ্ডবের হিংসা, করে কুরুপতি,
সমূলে নির্মূল হোল, ঘটিল দুর্গতি।
পরের উন্নতি হেরে, হিংসা যেবা করে,
দারুণ হিংসক বলি, নিন্দে তারে নরে।
জ্ঞাতি হিংসা করে দেখ, কত দুরাচার,
পরস্পরে ঘরে ঘরে, হয় ছার খার।
বায়ুভুক সর্পজাতি, বাতাস সেবনে,
জীবন কাটাতে পারে, যদি করে মনে।
কিন্তু স্বীয় হিংসা বৃত্তি, না পারে ছাড়িতে,
দিবা নিশি চেষ্টা করে, জীব বিনাশিতে।
যেমন জীবের হিংসা, করে কৃশোদর,
তেমনি মানবে কষ্ট, দেয় নিরন্তর।
অতএব তাই বলি ভাই বন্ধুগণ,
অন্তরে হিংসায় স্থান, দিওনা কখন।
অহিংসা পরম ধর্ম্ম সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়,
সতত স্মরণ ইহা মনে, যেন রয়।
প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া সকলে,
উন্নতি সাধন কর, বুদ্ধির কৌশলে।
পরের উন্নতি যদি, কর দরশন,
আপনি সে রূপ হোতে করহ যতন।

ঈশ্বরের অভিপ্রায় করিয়া পালন,
হৃষ্ট চিত্তে কর সবে শ্রীবৃদ্ধি সাধন।

আশা।

অয়ি আশে? আশ্বসনী শকতি তোমার,
ধন্য? তব কৃপা বলে জীব বাঁচে প্রাণে;
কি কুহকে নরগণে করে বিমোহিত,
জগৎ পিতার রাজ্য পালিতেছ তুমি।
তোমার কুহকে পড়ি আমরা সকলে,
মোহিত হইয়া সবে, কাটাই জীবন।
ভুবন ভিতরে যদি তব অধিকার,
কিছু মাত্র না থাকিত, তবে এসংসার,
কদাচ কি হোত এত সুখময়স্থান?
কখন কি প্রাণিগণ থাকিত জীবিত?
ভ্রাতৃ বন্ধু মুখশশী নিরখিতে সদা,
আমরা কি পাইতাম? আর প্রাণাধিক
পরিবারে জন্মা'ত কি এতেক মমতা?
সন্তানের প্রতি পিতৃ মাতৃ স্নেহ কভু,
হইত কি এত? অহর্নিশি এত সুখ,
ভুঞ্জিতে কি পাইতাম মোরা সবে মিলে।

তুমি সুখময়ী আশা এসে ভূমণ্ডলে,
মানবের করিতেছ উন্নতি সাধন।
বিবিধ প্রকারে সুখ দিতেছ মানবে
কত ? যাবতীয় নর তোমার আশ্রয়ে,
সুখ সলিলেতে মগ্ন, দিবা নিশি সবে!
পুন্নাম নরক হোতে পরিত্রাণ আশে
দার পরিগ্রহ করে মানব নিকর।
দার পরিগ্রহে যদি পুত্র না জনমে,
অথবা সন্তানে কার ফল না দর্শায়,
তবে কি হইত কেহ বিবাহেতে রত ?
স্বাধীন ভাবেতে সবে সময় যাপিত,
অধীন হোত না কেহ কার কোন কালে।
ভবিষ্যতে ধনী মানী হবার আশয়ে,
বিদ্যার শিক্ষায় রত, যত শিশু গণ,
শৈশব সময়ে। যদি বিদ্যার শিক্ষায়,
সুফল না ফলে,—তবে কি! বালক গণ,
এতেক যতনে হয় অধ্যয়নে রত ?
বিদ্যার আদর কভু হইত কি এত ?
বাণিজ্য আশয়ে দেখ বণিক সকল,
দুস্তর অর্ণবে, কিম্বা দুর্গম কাননে,
যানে, কিম্বা পদব্রজে, দেশ দেশান্তর,
একা গতায়াত করে ধন লাভাশয়ে

প্রিয়তম পরিবারে করিতে রক্ষণ।
পীড়ায় আক্রান্ত যদি হয় কোন নর,
পীড়া হোতে পরিত্রাণ পাইবার আশে,
আত্মীয় বান্ধব গণে, করি প্রাণ পণ,
মুক্তি চেষ্টা করে সবে ভৈষজ্য সেবনে।
পীড়ায় জীবন আশ যদি না থাকিত,
আরোগ্য লাভের চেষ্টা দেখিত কি কেহ?
তোমার সৃজন যদি না হোত জগতে,
তবে কি উৎসাহী হোত মানব নিকর,
কোন কাজে? সংসারের কার্য্য কি চলিত?
যদিও আমরা সবে তোমার প্রসাদে,
বাঁচি। কিন্তু যে সকল জ্ঞান হীন নর
সতত আলস্যে কাল, কাটাইয়া সবে,
অসম্ভব আশা সুখ ভুঞ্জে মনে মনে।
পর্ণের কুটীরে থাকি ভুঞ্জে রাজ সুখ
সর্ব্বক্ষণ। পরিশ্রম নাহি করে কেহ
কোন কাজে। কিন্তু সেই হতভাগ্য নরে,
জীবন অবধি কষ্ট পায় নিরন্তর।
আলস্যে কাটায় কাল শ্রম নাহি করে,
অসম্ভব আশা সুখ ভুঞ্জে যে অন্তরে।
তার দুঃখ লিখে কিছু না হয় নির্ণয়,
শ্রম যত্ন বিনা কোন কার্য্য নাহি হয়।

অতএব তাই বলি প্রিয় শিশুগণ
দুরাশায় মনে চিন্তা কোরনা কখন।

কৃতান্ত শাসন।

ওহে কাল তব সনে তুলনা কাহার,
চির কাল ভূমণ্ডলে তব অধিকার।
কত শত রাজগণ এই ত্রিভুবনে,
কিছু কাল রাজ্য করি, হারায় জীবনে।
যে সময়ে বসুন্ধরা হোয়েছে সৃজন,
তদবধি দেখিতেছি তোমার শাসন।
তোমার বিক্রম দাপে কম্পমান সবে
দিবা নিশি চিন্তা করে কখন কি হবে।
রাজ পীড়নেতে মনে এত নাহি ভয়,
তোমার প্রতাপে কিন্তু কম্পিত হৃদয়।
বিনা করে ধরা তলে করা যায় বাস,
তব করে দেরি হোলে ঘটে সর্ব্বনাশ।
না থাকিলে ধন, রাজা, দেন অব্যাহতি,
তব করে নাহি কভু কাহার নিষ্কৃতি।
রূপ গুণ ধন কিম্বা বিনয় বচন,
কিছুতেই তুষ্ট নাহি হয় তবমন।

অস্থি চর্ম্ম চির দিন করিয়া ভক্ষণ
কেমনেতে সে অভ্যাস ত্যাজিবে এখন।
আশ্চর্য্য হোয়েছি দেখে তব ব্যবহার,
তব অত্যাচারে সবে করে হাহাকার।
রাজা প্রজা সকলেই সদা সশঙ্কিত,
কর্ম্মফলে দণ্ডদান কর সমুচিত।
তোমায় শাসন করে, হেন সাধ্যকার,
তোমা তরে জ্বালাতন অখিল সংসার।
হেন সুখী বল কেবা আছে এজগতে,
তোমার শাসনে ভীত হয় না মনেতে।
নাহিমান কালাকাল নাহি ধর্ম্ম ভয়,
ইচ্ছা হোলে যারে তারে বধ দুরাশয়।
সুন্দর আকৃতি শিশু সহজে চঞ্চল,
নীল পদ্ম আভা জিনি নয়ন যুগল।
এক মাত্র জননীর অমূল্য রতন,
যার মুখ চেয়ে মাতা ধরিত জীবন।
এমন সুন্দর শিশু করিতে সংহার,
কিঞ্চিৎ করুণামনে হয় না সঞ্চার?
প্রণয় পাশেতে বদ্ধ হইয়া দুজনে,
কান্তা কান্ত বাস করে পুলকিত মনে।
একের বিনাশে হয় উভয়ে নিধন,
পলকে প্রলয় ভাবে হোলে অদর্শন।

ছিঁড়িয়া প্রণয় পাশ বিবিধ যন্ত্রনা,
কান্তা হরি কান্ত মনে দিতেছ বেদনা।
কিঞ্চিৎ মমতা নাই তোমার অন্তরে,
শোক তাপানলে দগ্ধ যাবতীয় নরে।
পূর্ব্বা পর আসিতেছে করিয়া শ্রবণ,
চির দিন সমভাবে না যায় কখন।
তব আচরণে উহা না হয় প্রত্যয়,
যে হেতু প্রভুত্ব তব ক্রমে বৃদ্ধি হয়।
দুঃখ সুখ বহুকাল করেছি শ্রবণ,
সুখের উপরে সুখ দেখিনি কখন।
ক্রমে ক্রমে সুখ্র বৃদ্ধি কেবল তোমার,
অবাক হোয়েছি দেখে আশ্চর্য্য ব্যাপার
নিজ পুণ্য বলে পূর্ব্বে কত পুণ্য বান
বৈকুণ্ঠ ধামেতে সবে করিত প্রয়াণ।
তোমার প্রতাপ কিছু নাহি স্বর্গালয়,
পুণ্যবান নরে তোমায় নাহি করে ভয়।
নিরন্তর পাপে মগ্ন যে সকল নর,
তব ভয়ে মহা ভীত তাদের অন্তর।
অনুক্ষণধর্ম্মে রত হয় যার মন
তব ভয় তার মনে রয় কি কখন?
কলিতে ধার্ম্মিক বড় নাহি ধরাতলে,
সকলে মগন সদা পাপ রূপ জলে।

ধর্ম্ম পথে পান্থ হয় হেন সাধ্যকার,
দিবসে সে পথে যেতে ঘোর অন্ধকার।
আঁধারে হয় কি কভু পথ দরশন,
কেমনে বৈকুণ্ঠে নর করিবে গমন।
তৃষ্ণায় কাতর হোয়ে যত পান্থ গণ,
জল ভ্রমে মরীচিকা করে পর্য্যটন।
এই রূপে কিছু কাল করিয়া ভ্রমণ,
জলা ভাবে পরিশেষে হারায় জীবন।
মুখেতে ধার্ম্মিক বড় কাজে কিছু নয়,
কুকরমে রত সদা জানিবে নিশ্চয়।
ছলনা চাতুরী ময় যাদের অন্তর,
কেমনে যাইবে তারা অমর নগর।
প্রাদুর্ভাব হইয়াছে তোমার এক্ষণে,
সবে গতায়াত করে তোমার ভবনে।
বৈকুণ্ঠে যাইতে কার নাহিক শকতি,
সোজা পথ আছে যেতে তোমার বসতি।
এই হেতু দণ্ডে দণ্ডে তোমার ভবন,
উপনীত হয় কত বাল বৃদ্ধ গণ।
তোমার মুষলাঘাতে সবে কম্পমান,
ক্ষম অপরাধ প্রভু কর পরিত্রাণ।
এতেক কাতর স্বরে হয় না করুণা
দণ্ডাঘাতে পাপী জনে দিতেছ যন্ত্রনা।

অতএব বলি শুন প্রিয় বন্ধুগণ,
এতাধিক কষ্ট দেয় দুরাত্মা শমন।
এই কালে সকলেই হও সাবধান,
যম কর হোতে যাতে পাও পরিত্রাণ।
অনুক্ষণ সকলেই করে প্রাণ পণ,
শয়নে স্বপনে প্রভু করিবে স্মরণ।
স্মরিলে তাঁহার নাম যাবে যম ভয়,
কি করিবে রবিসূত অন্তিম সময়।
তাঁর নামে যম কভু নিকটে না যাবে,
ভব ভয় ঘুচে সবে স্বর্গপুরী যাবে।

ব্যায়াম।

সুস্থ কলেবরে যদি কাটাওজীবন,
শারিরীক শ্রমে রত হও অনুক্ষণ।
শারিরীক শ্রমে, বৃদ্ধি হবে ক্রমে,
হস্ত পদাদির বল,
অঙ্গ দৃঢ় হবে, সবে সুখে রবে,
লাভ হবে শ্রম ফল।
ঈশ্বর আজ্ঞায়, অঙ্গচালনায়,
যেনা করে মনোযোগ

তাহার জীবন, সুখী কি কখন,
চিরকাল ভোগে রোগ।
অলসে যে জন, সময় রতন,
বিনাশ্রমে করেক্ষয়,
তার কলেবর, ব্যাধি নিরন্তর,
সুস্থ নাহি কভু রয়।
যথা বঙ্গবাসী সতত বিলাসী,
দুর্ব্বল সাহস হীন,
তেজ হীন দেহ, সুস্থ নহে কেহ,
স্থূলোদর তনু ক্ষীণ।
মান অপমান, নাহি কোন জ্ঞান,
অল্পে শত্রু পদানত।
শত্রু উপনীত, হোলে সবে ভীত,
কাকুতি মিনতি কত।
স্বকীয় জীবন, করিতে রক্ষণ,
অক্ষম বাঙ্গালি গণ,
করে যার তার, বশ্যতা স্বীকার,
ঘৃণানাই কদাচন।
ধন্য রজঃপুত, শ্রমেতে অদ্ভুত,
সমরে শমন প্রায়,
সংগ্রামে পশিতে, অরি বিনাশিতে,
যুবা বৃদ্ধ নারী ধায়।

মহাবলবান, সবে তেজীয়ান,
তোষামোদ নাহি করে,
সম্মুখ সমরে, প্রাণে যদি মরে
স্বর্গে যায় সশরীরে।
শৈশব কালেতে, রত ব্যায়ামেতে,
যত রজঃপুতগণ,
কুস্তী মালখানা, শরীর চালনা,
করে সবে অনুক্ষণ।
যদি অন্য জন, করে আক্রমণ,
রজঃপুত মাতৃ স্থান,
বাল বৃদ্ধ নারী, করে তরবারি,
অরিনাশে আগুয়ান।
দেখ প্রশিয়ান, কত বলবান,
সংগ্রামনিপুণ সব,
রাজার আজ্ঞায়, ব্যায়াম শিক্ষায়,
নিয়োজিত আশৈশব।
ফ্রান্স অধিবাসী, এতেক সাহসী,
মহা তেজা বলীয়ান,
বীরত্বের গর্ব্ব, রণে হোল খর্ব্ব,
জয়ী যবে প্রশিয়ান।
পশ্চিম নিবাসী, কেমন সাহসী,
বলবান দৃঢ়কায়,

থাকে সর্ব্ব জন, রত অনুক্ষণ,
নিজ অঙ্গ চালনায়।
ভাগ্যদোষ ক্রমে, শারীরিক শ্রমে,
অলস বাঙ্গালি গণ,
শিখে না কখন, ভ্রমে সন্তরণ,
কিম্বা অশ্ব আরোহণ।
নিম্ন শ্রেণী যত, থাকে অবিরত,
শ্রমে রত সর্ব্ব জন।
ঈশ্বর কৃপায়, তাহাদের কায়,
অনাময় অনুক্ষণ।
ভদ্র বঙ্গবাসী, সুখ অভিলাষী,
সদা করে বাবু গিরি,
সুন্দর বসন, সুন্দর ভূষণ,
প্রিয় বাল বৃদ্ধ নারী।
ভোজন শয়ন, পটু বিলক্ষণ,
বলহীন কলেবর,
বিবিধ পীড়ায়, সবে কষ্ট পায়,
চাতুরীময় অন্তর।
ক্যাম্বেল কৃপায়, ব্যায়াম শিক্ষায়,
হোয়েছে উপায় এবে,
তোমরা সকলে, স্বীয় বুদ্ধি বলে,
পড় গিয়া তথা সবে।

হাকিমান হবে, দেহ সুস্থ রবে,
দৃঢ় হবে কলেবর,
সবে প্রাণ পণ্ করিয়া যতন,
শ্রম কর নিরন্তর।
ধন্য গুণ ধাম, রাখিতে স্বনাম,
সেধেছ কেমন হিত,
রাখিবে সম্মান, ভারত সন্তান,
যদি না হয় রহিত।
অনুক্ষণ রত হও ব্যায়াম শিক্ষায়,
থাকিবে না কোন রোগ সুস্থ হবে কায়।

সত্য।

সত্যই প্রকৃত ধর্ম্ম অমূল্য রতন,
সতত অন্তরে সবে করিবে স্মরণ।
সত্যের মহিমা অন্যে জানিবে কেমনে,
সত্যের আদর জানে, সত্য পরায়ণে।
ধরাতলে আছে যত জ্ঞান হীন নর,
অসত্য বচন তারা কহে নিরন্তর।
মিথ্যা কথা মহাপাপ জানিবে নিশ্চয়,
মিথ্যুকের কথা কেহ না করে প্রত্যয়।

ধর্ম্ম সুত বাক্য গুরু করিয়া বিশ্বাস,
ছাড়িলেন আপনার জীবনের আশ।
দুষ্ট ভাবে সত্য কহি, ধর্ম্মের নন্দন,
পরিণামে করিলেন নরক দর্শন।
দাতাকর্ণ নামে ছিল সূর্য্যের নন্দন,
যাঁর যশেঃ পরিপূর্ণ, অখিল ভুবন।
সত্য পরীক্ষার হেতু নিজে ভগবান,
অতিথির বেশে তার গৃহে অধিষ্ঠান।
অতিথি দেখিয়া কর্ণ পুলকিত মনে,
মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসেন মধুর বচনে।
কৃপায় এসেছ প্রভু সৌভাগ্য আমার,
আজ্ঞাকর যাহা ইচ্ছা করিতে আহার।
যে খাদ্য খাইতে ইচ্ছা করেন আপনি,
অবশ্য তা দিব আমি, শুনহ কাহিনী।
কর্ণের মুখেতে শুনি, এতেক বচন,
ধীরে ধীরে কহিছেন অতিথী তখন।
দাতাকর্ণ নাম তব বিখ্যাত সংসারে,
তব সম পুণ্যবান নাহি চরাচরে।
অন্য আহারেতে মম নাহি প্রয়োজন,
বৃষকেতু কেটে মাংস করহ রন্ধন।
বৃষকেতু নামে আছে তোমার সন্তান,
তাহারে কাটিয়া মাংস কর মোরে দান।

সত্যবাদী কর্ণবীর সত্যের রক্ষণে,
পুত্র বিনাশিতে দুঃখ করিলনা মনে।
সূর্য্যবংশে দশরথ নামেতে রাজন,
সত্য পালিবারে পুত্র দিলেন কানন।
মিথ্যুকের মুখে যদি, সত্য বাহিরায়,
সে সত্য অসত্য ভাবি, সকলে উড়ায়।
কেহ নাহি মিথ্যাবাদী করে সম্ভাষণ,
ভ্রমে তার সনে নাহি করে আলাপন।
অতএব ভাই বলি ভ্রাতৃ বন্ধুগণ,
অসত্য বচন মুখে এননা কখন।
সংসারের সার সত্য পরম রতন,
মানস ভাণ্ডারে রাখ করিয়া যতন।
ভ্রমেও কখন মুখে মিথ্যা না কহিবে,
সত্যবাদী বলে সবে আদর করিবে।

পরিমিতব্যয়িতা।

প্রাণপণ শ্রমে করিছ সঞ্চয়,
অসঙ্গত ব্যয়ে, করিও না ক্ষয়।
সমান না যাবে কভু চিরদিন,
অবশ্যই তনু হইবেক ক্ষীণ।
বিপদ সম্পদ আছয়ে সংসারে,
সম্পদে রক্ষিতে সকলেই পারে।

বিপদে বিপন্ন হইবে যখন,
কে পালিবে তব দারা পরিজন।
অনিত্য শরীর নিত্যকভু নয়,
কখন কি ঘটে কে জানে নিশ্চয়।
শ্রমাশক্ত হবে যবে কলেবর,
তখন কি হবে ভাব নিরন্তর।
চিরকাল সম না যায় কখন,
সুখ দুঃখ আছে বিধির ঘটন।
সবে সাবধান হও এই কালে,
নতুবা পড়িবে মহা বিপজ্জালে।
ধন বিনা কভু দিন নাহি যায়,
ধনহীন জনে কত কষ্ট পায়।
এই মহীতলে কত ধনবান,
ধনের গৌরবে সবে তুচ্ছজ্ঞান।
এক মুদ্রা ব্যয় যাতে প্রয়োজন,
শত মুদ্রা তাহে করিয়া অর্পণ।
অপব্যয়ে শূন্য করিয়া ভাণ্ডার,
তথাপি না হয় চৈতন্য সঞ্চার।
বৃথা অপব্যয়ে নষ্ট করি ধন,
ভিক্ষা করি শেষে কাটায় জীবন।
এবাটী সে বাটী করিয়া ভ্রমণ,
নিজ দোষে কষ্ট পায় মূঢ়গণ।

স্বীয় ভাগ্য দোষ দিয়া মূঢ়মতি,
অতিদীন ভাবে করয়ে বসতি।
এদেশের দেখি কুপ্রথা কেমন,
হেন অজ্ঞ পরি তুষ্ট সর্ব্বজন।
পূর্ব্বের বৈভব করিয়া স্মরণ,
গুণের প্রশংসা করে অনুক্ষণ।
ভবিষ্যৎ ভাবি যদি কোন নরে,
করয়ে সঞ্চয় পরিণাম তরে।
করে না কৃপণ বলি আলাপন,
কেহ নাহি তারে করে সম্ভাষণ।
বিস্মিত হোয়েছি হেরিয়া পদ্ধতি,
কিসে সমাজের হইবে উন্নতি।
অতএব বলি প্রিয় বন্ধুগণ,
অত্যধিক ব্যয় কোরনা কখন।
পরিমিত ব্যয় করিয়া সকলে,
সুখে সবে বাস কর ধরাতলে।
ভাবীকাল ভাবি সবে সযতনে,
সাবধানে ব্যয় করিবে হে ধনে।

রামের সেতু বন্ধন দর্শনে রাবণের উক্তি।

বালি-বধি রঘুপতি সুগ্রীব সখায়,
কিস্কিন্ধ্যার রাজ্য পাট করিয়া অর্পণ,—
শাখামৃগ সঙ্গে লয়ে অর্ণব পুলিনে,
উপনীত হইলেন মৃদুমন্দ গতি,
সমুচিত প্রতিফল করিতে প্রদান
দুষ্ট দশাননে। রাম চিন্তেন অন্তরে :—
"কেমনে পশিব সবে স্বর্ণলঙ্কাপুরী ?
কি প্রকারে হব পার, এই পারাবার—
উত্তাল তরঙ্গ যার হেরিলে নয়নে,
হিমগিরি সম বোধ জনমে অন্তরে,
তরঙ্গ নিনাদ শুনি সবাকার প্রাণ,
প্রয়াণে উদ্যত হয়, ছাড়ি কলেবর !—
ভীষণ জলধি হেন কিসে হব পার ?—
কি প্রকারে দুরাচারে বধিয়া জীবনে,
প্রাণেশ্বরী উদ্ধারিব জনক নন্দিনী ?—
কবে নেত্র হবে সুখী হেরে চন্দ্রাননে ?—
কবে সুমধুর স্বর করিয়া শ্রবণ,
অপার আনন্দ নীরে, হইব মগন,
সবে ?—কবে কপিগণ পুরী মাঝে পশি,
লণ্ড ভণ্ড করিবেক কণক-নির্ম্মিত-

লঙ্কা খান ?—কবে ময়দানব দুহিতা,
নাথের নিধনবার্ত্তা শুনি,—শিরে করাঘাত,
হানি,—উন্মাদিনী বেশে ধাবে রণভূমে,
সমর শয্যায় যথা পড়ি লঙ্কাপতি ?—
শোক রূপ মেঘ কবে আবরি লঙ্কায়,
শোক বারি বরষিয়া করিবে মগন,
সবাকারে শোক নীরে ?—কবে কপিগণ,
রাম জয় শব্দ করি মনের উল্লাসে,
চূরমার করিবেক সুবর্ণ প্রসাদে ?”—
এতেক চিন্তন রাম করেন অন্তরে।
রামেরে বিষণ্ণ হেরি পবন তনয়,
মুক্তকণ্ঠে রত্নাকরে করি সম্বোধন,
কহিতে লাগিলা, ক্রোধে দন্ত কড়মড়ি :—
“পৃথিবীর ভার নিজে করিতে হরণ,
দুরন্ত রাক্ষস কুল নাশিবার তরে,
ভগবান নররূপী হোয়ে চতুষ্টয়,
দশরথ গৃহে জন্ম লভিলেন যিনি ;—
বাল্যকালে যাঁর ক্রীড়া, তারকা বিনাশ,—
বিশ্বামিত্র সনে যিনি জনক ভবনে,—
তোমার মন্থনে যাঁর হইল উদ্ভব ;
হরের কার্ম্মুক ভাঙ্গি লভিয়া সে বালা,
বীর খ্যাতি লভিলেন বসুন্ধরা মাঝ ;—

ত্রিভুবনে রণে যাঁর নাহি পরাজয়
কভু ;—সদা সশঙ্কিত সুরাসুর ভয়ে
যাঁর ;—সপ্ততাল ভেদি বধিয়া বালিরে,
নিরাপদে রাজ্য যিনি দিলেন সুগ্রীবে ;—
পিতৃসত্য পালিবারে রাজ্য পরিহরি,
বিমাতার মনোবাঞ্ছা করিতে পূরণ,
পরি জটা বৃক্ষ ছাল, পর্ণের কুটীরে,
হীনবেশে পত্নীসহ যাপিছেন কাল
পঞ্চবটী বনে। তথা, বিরহ কাতরা,
পাপিয়সী সূর্পনখা, রাবণ অনুজা
বিবাহ মানসে গেলা প্রভুর সকাশ !
পরিহাস ছলে প্রভু কহিলা তাহারে :—
'দ্বিপত্নীতে মম কভু নাহি প্রয়োজন,
লক্ষ্মণের সন্নিকটে যাও ত্বরা করি,
অবশ্য হইবে পূর্ণ তব অভিলাষ।'
প্রভুর আদেশে গিয়া, লক্ষ্মণ সদনে,
প্রকাশিলা শূর্পণখা রামের আদেশ।
অগ্রজ ইঙ্গিত বুঝি সুমিত্রা নন্দন,
শ্রবণ নাসিকা তার কাটি শরাঘাতে,
"দূর হও" বলি ক্রোধে দেন গালাগালি।
মরমে পাইয়া ব্যথা সেই পাপিয়সী,
রোদন করিয়া ধায় লঙ্কা অভিমুখে,

দশানন বসি যথা স্বর্ণ সিংহাসনে।
উপনীত শূর্পণখা ভ্রাতার সমীপে,
স্বীয় দশা দশাননে করায় দর্শন।
সহোদরা কাটা নাক হেরিয়া নয়নে
ক্রোধে কম্পমান হোয়ে লঙ্কার ঈশ্বর
আদ্যোপান্ত জিজ্ঞাসেন অতি ক্রুদ্ধ মনে।
রাবণ আজ্ঞায় ধীরে কহে শূর্পনখা,
দেবাচ্চ না তরে আ মি পঞ্চবটী বনে
পুষ্পের চয়নে বনে ভ্রমি একাকিনী।
লক্ষ্মণ ধানুকী আসি আমার নিকটে
কটু ভাষে কত মোরে দিল গালাগালি।
পরিশেষে শরাঘাতে ছেদি নাক কান,
পঞ্চবটী বন হোতে দিলেক বিদায়।
ভগ্নী প্রমুখাৎ শুনি এতেক বারতা
ক্রোধেচক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া রাবণ
দ্রুত বেগে ধাইলেক পঞ্চবটীবনে
স্বর্ণমৃগ রূপ ধরি কুটীর সমীপে
মারীচ জানকীচিত করিলা মোহিত
মায়াবলে। মৃগহেতু জানকী ব্যাকুলা
দেখি রঘুপতি ধনুর্বাণ লয়ে করে
ধাবমান হইলেন মৃগের পশ্চাতে
নিবিড়কাননে। কতক্ষণ পরেদেবী

শ্রবণ বিবরে শুনি মায়ারাম নাদ।
অন্বেষণে পাঠালেন দেবর লক্ষণে
কহি কটু ভাষা কত। সীতার বচনে
মন্ত্রপূত করি গণ্ডি দিয়া চারি দিকে,
বাহিরিতে নিষেধিয়া একাকিনী রাখি,
লক্ষ্মণ গেলেন একা রামের উদ্দেশে
বনমাঝে। একাকিনী পাইয়া সীতায়,
ভিক্ষা করিবার ছলে ধরি যোগী বেশ
হরণ করিল। আসি পামর রাবণ।
সীতা শোকে দুই ভাই হইয়া ব্যাকুল
বালির রাজ্যেতে আসি হন উপনীত।
সুগ্রীব নামেতে আছে বালি সহোদর,
তার সনে রঘুনাথ করিয়া বন্ধুতা।
সখা অনুরোধে বালি করিয়া নিধন,
অঙ্গদাদি আমা সভা লভিয়া হরিষে
সীতার উদ্দেশে তবে পাঠালেন মোরে।
সুগ্রীব রাজন। কিছু কাল আমি ভ্রমি,
চারি দিক। পরিশেষে ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
উপনীত হইলাম অশোক কাননে।
হেরিলাম চতুর্দ্দিকে বেড়ি চেড়ীগণ,
প্রহারিছে সীতা। কত দিতেছে যন্ত্রণা।
যূথবিরহিত হোলে কুররী যেমন

লোকের তাড়না পেয়ে হোটে চারি দিকে
প্রাণ ভয়ে। সেই রূপ জনক দুহিতা
চেড়ীগণ মাঝে। মণিহারা ফণী সম,
বসি একাকিনী। অসহায়া বন মাঝে।
পরিধান জীর্ণ বস্ত্র, অতি কৃশাঙ্গিনী,
তথাপি রূপেতে বন করেছে উজ্জ্বল।
চিনিলাম মুখে শুনি রাম রাম ধ্বনি।
মায়াবলে উপনীত হইয়া নিকটে
প্রভুর কুশল কহি আশ্বাসিয়া তাঁরে,
চরণে প্রণাম করি লইয়া বিদায়,
দিলেন আমায় মাতঃ অভিনব ফল·
মধুময় আসিবার কালে। লোভে পড়ি,
মাতৃ দত্ত সেই ফল করিয়া ভক্ষণ
বিপদে বিপন্ন হোয়ে স্মরি প্রভু নাম
কতক্ষণ পরে ক্লেশ হইল মোচন
রাম নাম গুণে। ক্ষুধানলে কলেবর
লাগিলা দহিতে। কিন্তু কোথা কি পাইব
বিজন কানন মাঝে। চিন্তাকুল মনে
অশোক-কাননে, ফিরি আসি পুনর্ব্বার?
মায়েরে জিজ্ঞাসা করি, বিনীত বচনে,
অমৃতের ফল কোথা, কহ দেবী তুমি।
মম অভিপ্রায় মাতা বুঝিয়া অন্তরে,

ইঙ্গিত আদেশ দিলা, যাও সাবধানে,
অমৃত কাননে বাছা পবন তনয়।
ভীষণ রাক্ষসগণ গড় রূপে বেড়ি
যতনে রক্ষিছে সবে রাবণ কানন।
মক্ষিকা নড়িতে তথা নহেক সাহসী।
একারণে সাবধানে যাইবে তথায়।
গুপ্ত বেশে। দেখ! যেন নিশাচরগণ
একাকী, পাইয়া তোমায় বধেনা জীবনে।
আশীর্ব্বাদ করি দেবী দিলেন বিদায়
মোরে। মাতৃ মুখে শুনি এতেক বারতা,
বৃদ্ধ তপস্বীর বেশ করিয়া ধারণ
উপনীত হইলাম অমৃত কাননে।
রক্ষিগণ মোরে হেরি গললগ্নী বাসে
কৃতাঞ্জলি পুটে কত করিয়া মিনতি
বিবিধ যতনে দিলা আমায় আসন
বসিবার তরে। তবে কত ক্ষণ পরে,
অন্তরে প্রত্যয় করি বন সমপিয়া
আপন ভবনে গেলা যত রক্ষিগণ
মধ্যাহ্ন আহার তরে। সেই অবকাশে
পশিয়া কানন মাঝে, উল্লাসিত মনে,
উদর পূরিয়া একা ভক্ষিলাম ফল।
করী যথা প্রবেশিয়া কমল কাননে

চরণের ভরে দলে মৃণাল নিচয়,
সেই রূপ মধুবন ভাঙ্গিলাম আমি
নিজ ভুজ বলে। দিবা অবসান কালে,
বন রক্ষিগণ আসি উপনীত তথা।
ঘটিল তাদের সহ বিপুল সংগ্রাম।
খর দূষণাদি কত অসংখ্য রাক্ষস,
বধিলাম আমি। মম বীর পনা শুনি,
সূত ইন্দ্রজিৎ মোরে ধৃত করিবারে
সংগ্রাম সজ্জায় এলো পিতার আদেশে।
বাধিল তুমুল রণ ইন্দ্রজিৎ সনে।
কতক্ষণ মল্ল যুদ্ধ করিলাম উভে।
পরিশেষে স্ব ইচ্ছায় ইন্দ্রজিৎ বাণে
বদ্ধ হোয়ে চলিলাম লঙ্কার ভিতরে
দুরাচার লঙ্কেশ্বরে দর্শিবার তরে।
ভীষণ মূরতি ধরি গেলাম লঙ্কায়
রাক্ষসের স্কন্ধ যানে। হেরি লঙ্কাপতি,
ক্রোধে কত কটু ভাষ কহিলেক মোরে।
দূতগণে ডাক দিয়া কহিলা কাহিনী
লাঙ্গুলে পাবক জ্বালি মারহ বানরে।
রাবণ আদেশে দূত পরিধেয় আনি
মম লেজে জড়াইয়া দিলেক আগুণ।
মায়া বলে ক্ষুদ্রাকৃতি করিয়া ধারণ

শৃঙ্খল বন্ধন হোতে পাই অব্যাহতি।
লাঙ্গূল আগুণে যত রাক্ষসের ঘর
পোড়াইয়া ছার খার করিলাম আমি।
সেই প্রভু রঘুনাথ, আমি তাঁর দাস,
রাবণ বিনাশ হেতু বিষণ্ণ বদনে
দাঁড়াইয়া তব তটে আছি মোরা সবে
লঙ্কা পশিবার তরে। আমাদের প্রতি
করুণা প্রকাশ যদি নাহি কর তুমি,
সমুচিত প্রতি ফল করিব প্রদান।
হনুর বারতা শুনি শঙ্কিত অন্তরে
কৃতাঞ্জলি পুটে স্তব করিয়া জলধি
মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে কহিছে বচন।
শুন বীর হনুমান পবন কুমার,
প্রভুর মহিমা আমি জানি ভাল মতে।
অনর্থক ক্রোধ কেন কর মম পরি।
পূর্ব্ব জন্মে কত পুণ্য করেছি সঞ্চয়,
সেই পুণ্য ফলে এবে দর্শি প্রভু পদ।
অগ্নিকুণ্ড, অনশনে কত যোগীগণ,
যাঁর পদ ধ্যান করে নয়ন মুদিয়া
চরণ পরশে যাঁর গোতম গেহিনী
মানবী মূরতি ধরি গেলা স্বর্গ পুরে।
পূর্ণ ব্রহ্ম মম তটে দাঁড়াইয়া নিজে

আমা সম পুণ্য বান কে আছে জগতে।
রত্নাকর স্তবে তুষ্ট হোয়ে রঘুপতি
মনোমত বর তারে করিয়া প্রদান,
আদেশিলা কপিগণে আন ত্বরা করি
সেতু বন্ধনের তরে বৃক্ষাদি প্রস্তর।
রামের আজ্ঞায় গিয়া বানর নিকর,
মুহূর্ত্তের মধ্যে সেতু করিল বন্ধন।
রাম নাম গুণে শিলা ভাসিল সলিলে।
রাম জয় শব্দ করি রাঘবীয় চমূ
প্রবেশিলা পুরী মাঝে। দেখি দশানন
চিন্তেন অন্তরে। হায়! এত দিন পরে
মম কাল পূর্ণ হোলো নাহিক সংশয়।
কেন আমি হরিলাম রামের বনিতা,
নর বানরের করে পাইব নিধন!
মম সুখ ভঙ্গ হোল বুঝি অতঃপরে।
অজেয় অর্ণবে বেড়া মম লঙ্কাপুরী,
মানবের সাধ্যাতীত পশিতে লঙ্কায়।
সে লঙ্কায় নিরাপদে পশিল যে জন,
অবশ্য বিনাশ মম হবে তার করে।
মম ভয়ে সুরাসুর, সবে সশঙ্কিত,
কেন আমি হরিলাম জনক নন্দিনী,
এখন বুঝিনু মম নাহি পরিত্রাণ,

রাম করে। হায়! হায়! এ সুখ সম্পদ,
জনমের মত আর পাবনা ভুঞ্জিতে।

পবন ও তপনের বিবাদ।

পবনের প্রতি ক্রোধ প্রকাশি তপন
দর্প করি কহিছে কর্কশ বচন।
বিশ্বের নয়ন আমি সর্ব্ব নরে জানে,
দিবাকর বলি মোরে সকলে বাখানে।
যাবতীয় জীব বাঁচে আমার কৃপায়,
আমার প্রভাবে শস্য সর্ব্ব জীবে খায়।
সংসারের কার্য্য চলে আমার কল্যাণে,
আমার বিহনে কেহ বাঁচে নাহি প্রাণে।
জগতে না হোত যদি আমার সৃজন,
বল দেখি কোন প্রাণী ধরিত জীবন।
মম করে ত্রিভুবন হয় দীপ্য মান,
দেবাদি গন্ধর্ব্ব যক্ষ কম্পিত পরাণে,
এই যে প্রকাণ্ড ধরা জীব প্রসবিনী,
মাতৃবৎ সর্ব্ব জীবে পালি হেন যিনি।
তরু লতা গুল্ম আদি যাহার উপর,
ফল ফুলে সুশোভিত দেখিতে সুন্দর।

নিমিষে নাশিতে পারি যদি করি মনে,
কার সাধ্য সহ্য করে আমার কিরণে।
বিশ্বরাজ্য পালিবার তরে বিশ্বেশ্বর,
পাঠালেন মোরে যত্ন করি বহুতর।
সেই হোতে ধাতা দেশে প্রকাশি গগনে,
নিরন্তর ইষ্ট চেষ্টা করি প্রাণপণে।
বর্ষ ঋতু মাস পক্ষ করেছি নির্ণয়,
আমার প্রসাদে সুখী প্রাণি সমুদয়।
ভুবন ভিতরে আমি মহা তেজীয়ান,
তেজেতে ধরায় মম নাহিক সমান।
দিবা দ্বি প্রহরে যেই থাকে ময়দানে,
মম কিরণের দাপ সেই জন জানে।
অনুক্ষণ অপকার করিতে সাধন,
ভূমণ্ডলে করিয়াছ তুমি আগমন।
তোমায় হেরিয়া সবে সদা সশঙ্কিত;
নানারূপে সাধিতেছো জীবের অহিত।
দেবতা কুকুরে হয় যত ভেদ জ্ঞান,
তোমাতে আমাতে তত জেনো অসমান।
তপনের এতাধিক গর্ব্বিত বচন,
শুনিয়া ক্রোধান্ধ হোয়ে কহিছে পবন।
শোন ওরে মূঢ়মতি পামর অজ্ঞান,
ধরাতলে আছে কেবা আমার সমান।

ঈশ্বরের সৃষ্ট দেখ যে সকল জীব,
সতত তাদের আমি সাধিতেছি শিব।
যাবতীয় প্রাণী বাঁচে আমা কল্যাণে,
বিশ্বের জীবন বলি সকলে বাখানে।
জীবন রূপেতে থাকি জীবের অন্তরে,
আমার কৃপায় প্রাণী সুখে বাস করে।
মুহূর্ত্ত যদ্যপি আমি না থাকি ধরায়,
ব্রহ্মার সুন্দর সৃষ্টি রসাতলে যায়।
তোমার কিরণে বল কি করিবে কার,
আমি না থাকিলে জীব করে হাহাকার।
তুমি না থাকিলে বল কিবা আসে যায়,
আমার অভাবে সবে জীবন হারায়।
লাপ্লাণ্ড আদি দেশে ষণ্মাস ভিতরে,
প্রকাশ হওনা তুমি গগন উপরে।
তোমার বিহনে বল কি তাদের ক্ষতি,
আমার অভাবে বটে ঘটিত দুর্গতি।
ঘৃণা লজ্জা নাহি তব বর্ব্বর প্রধান-
কোন্ লাজে হোতে চাও আমার সমান।
বেদে চটে শুয়ে তুমি ভুঞ্জ রাজ সুখ,
উচিত না হয় তব দেখাইতে মুখ।
পবনের বাক্যানলে জ্বলিয়া তপন,
ক্রোধে কম্পমান হোয়ে কহিছে বচন।

আমার প্রতাপ তুমি বুঝহ অন্তরে,
তরু লতা নর পশু পুড়ে মম করে।
জলধি শুকাতে পারি যদি ইচ্ছা হয়,
মম ডরে সকলের জীবন সংশয়।
মহাকাল নামে আছে আমার সন্তান,
তার করে কার কভু নাহি পরিত্রাণ।
থাকুক অন্যের কথা নিজে পশুপতি,
কত কষ্টে তার করে পেলেন নিষ্কৃতি।
পিতা পুত্র দুই জন বিখ্যাত সংসারে,
অহঙ্কারে কটু কেন বলিস আমারে।
কর্ণ নামে ছিল এক আমার নন্দন,
তার ভয়ে সুর নর ভীত সর্ব্ব জন।
শ্রীকৃষ্ণের চক্রে পড়ি সেই মহাবীর,
পাণ্ডবের হিত তরে তেজেছে শরীর।
যাবতীয় জীবগণ তোমার কারণ,
ঝড় জলে হইতেছে সদা জ্বালাতন।
তুই কি জানিবি জানে সব বিজ্ঞ জনে,
আমার সমান কেবা আছে ত্রিভুবনে।
রবি প্রমুখাৎ শুনি কর্কশ বচন,
জ্বলন্ত আগুন হোল ক্রোধে সমীরণ।
অনল রাশিতে যথা ঘৃত দিলে জ্বলে,
সেই রূপ ক্রোধে বায়ু দিবাকরে বলে।

তোর সম ধরাতলে নাহি দুরাচার,
পরানিষ্ট সদা দেখি তব ব্যবহার।
সত্য বটে আছে তব নন্দন শমন,
অনুক্ষণ তারে গালি দেয় জীবগণ।
পাপাশয় জীবগণ করে তারে ভয়,
সে পাজীরে মনে হোলে ঘৃণা উপজয়।
ইন্দ্র চন্দ্র তুই আদি যম হুতাশন,
আমার কৃপায় সবে ধরয়ে জীবন।
আমার সন্তান দেখ বীর হনুমান,
বলেতে জগতে যার নাহিক সমান।
ত্রেতাযুগে যে সময়ে রাজা লঙ্কেশ্বর;
শক্তিশেল হানিলেক লক্ষ্মণ উপর।
লক্ষ্মণে বাঁচাতে সবে করিতে চিন্তন।
সুষেণ কহিছে শুন যত কপিগণ,
গন্ধমাদনেতে কেহ করহ গমন।
ঔষধ আছয়ে তথা বিশল্যকরণী,
যদ্যপি আনিতে পার থাকিতে রজনী,
তবে ত লক্ষ্মণ পুনঃ পাবেন জীবন,
নতুবা নিশ্চয় যেন ঘটিবে মরণ।
সুষেণ আদেশে পুত্র বীরহনুমান,
আমার সাহায্যে তথা করিল প্রস্থান।
রাবণ আজ্ঞায় তুমি উদয অচলে,

রথে চড়ি যাইতেছ বড় কুতূহলে।
হেনকালে পরস্পরে হোল দরশন,
অনুমানে হনু তব বুঝিলেক মন।
কিছুক্ষণ পরে বীর বুদ্ধির কৌশলে,
কক্ষেতে পূরিলা তোরে কোলাকুলী ছলে।
কত কাল তার কক্ষে করে অবস্থান,
শ্রীরাম আজ্ঞায় তবে পেলে মুক্তি দান।
আছে কি না আছে মনে কবহ স্মরণ,
কিসের গৌরব তুমি করহ এখন।
আমার সমান আর জগতে কে আছে,
চল যাই তুমি আমি ঈশ্বরের কাছে।
যাহার ক্ষমতা যত বোঝা যাবে পরে,
ঈশ্বরের সন্নিকটে যাই ত্বরা করে।
নিজে নিজে বড় জ্ঞান কভু ভাল নয়,
তাঁর কাছে চল গিয়া দেখিগে কি হয়।

সময়।

চেষ্টায় সকল কার্য্য সুসাধিত হয়,
কিন্তু পুনঃ নাহি আসে বিগত সময়।
কাল যদি গত হোয়ে যায় একেবার,
পুনর্ব্বার আনে কাল হেন সাধ্য কার।

অমূল্য সময় বৃথা কাটায় যে জন,
তার সম নরাধম কে আছে এমন।
নিয়মিত পরিশ্রমী যে সকল নর,
কালের আদর তারা করে বহুতর।
নিতান্ত দুর্ভাগ্য যেই বর্ব্বর প্রধান,
সেই করে থাকে সদা কাল হত জ্ঞান।
যে শিশু শৈশব কাল আলস্যে কাটায়,
পরিণামে কষ্ট পেয়ে করে হায় হায়।
অলীক আমোদে কাল করে যেই ক্ষয়,
পদে পদে তার দুঃখ জানিবা নিশ্চয়।
শ্রম জীবী নর দেখ শীতের সময়,
তাড়াতাড়ি কর্ম্ম করে পাছে পড়ে রয়।
দেখ না ইংরাজগণ সবে বড় দিনে,
কাল দীর্ঘ হোল বলে আনন্দিত মনে।
বাল বৃদ্ধ একত্রিত হইয়া সকলে,
বড় দিন যাপে সবে কত কুতূহলে।
অতএব বলি শুন প্রিয় বন্ধুগণ,
অনিয়মে কাল কভু কোরো না ক্ষেপণ।

সম্পূর্ণ।

Printed by K. B. Dass, at the B. P. M's Press,
No. 22 Jhama Pooker Lane, Calcutta.